গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

গাংনীতে ২৪ ঘন্টার বিশেষ অভিযানে ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন গাংনী রামকৃষ্ণপুরের মোঃ রুহুল আমিনের ছেলে মোঃ নাহিদ হাসান (২০), একই গ্রামের মোঃ রাহাবুলের ছেলে মোঃ নয়ন হাসান (২১), চিৎলার মোঃ নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ ইমদাদুল, বাঁশবাড়িয়া ১ নং ওয়ার্ডের মৃত চেতন মন্ডলের ছেলে মোঃ খালেক মন্ডল ৪৫।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিধি মোতাবের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

মেহেরপুরে আমন ও আউশ আবাদে মাজরা পোকার আক্রমণ

মেহেরপুরে আউশ ও আমন ধানের ক্ষেতে ব্যাপক হারে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করেছে। পোকা দমনে ব্যর্থ হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। সপ্তাহে একাধিকবার বিষ প্রয়োগ করেও পোকা দমন করা সম্ভব হচ্ছেনা। তীব্র গরম ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে পোকার আক্রমণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ।

তবে কৃষি বিভাগ বলছে, অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ না করে পরিমিত

ব্যবহার ও আলোক ফাঁদ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সংরক্ষণ করতে বলা হচ্ছে ক্ষতিকর পোকা খাদক পাখিকেও।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, জেলার ৫৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমির মধ্যে প্রায় ২২ হাজার হেক্টরে আউশ এবং ২৭ হাজার হেক্টরে আমন ধান চাষ হয়। চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও তীব্র গরমে বাড়ছে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকার উপদ্রব। যার ফলে আউশ ও আমন ধানের ক্ষেতে বেড়েছে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকার আক্রমণ। কৃষকরা জমিতে সপ্তাহে দুবার কীটনাশক প্রয়োগ করেও পোকার আক্রমন ঠেকাতে পারছেন না। দিনের বেলায় কীটনাশক প্রয়োগ করলেও রাতের আধারে ধানের পাতা খেয়ে ফেলছে পোকায়।

এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন চাষীরা। পোকার আক্রমণ ঠেকাতে না পারলে ধানে ব্যাপক ফলন বিপর্যয়ের আশংকা করছেন চাষীরা। আউশ এবং আমন আবাদে চলে কৃষকদের সংসার। পোকার এই আক্রমণ না থামলে জেলার আউশ ও আমন ধানে বড় রকমের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এ অবস্থায় জেলায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে আশংকা তাদের।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: ইমরান হোসেন বলেন, জেলায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারনে এবং একই জমিতে বারবার একই ফসল উৎপাদন করাই এবছর আমন ও আউশ ক্ষেতে পোকার উপদ্রব বেড়েছে। তবে, পরিমিত পরিমাণ কীটনাশক প্রয়োগ, আলোক ফাঁদ ব্যবহার ও ক্ষতিকারক পোকা খাদক পাখি সংরক্ষণসহ কৃষকদের নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আশাকরি আমাদেও পরামর্শ ফলো করছে পোকার আক্রমন কমে আসবে।

গাংনীতে কুপিয়ে জখম করাই ৩ জনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে কুপিয়ে জখম করাই মোঃ খায়রুল ইসলামকে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অপর দুই আসামি ঠান্ডু ও হান্নান হোসেনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১ বছর ৭ মাস আগে রাত ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে গাংনী উপজেলার এক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগে বলা হয়, বাদীর বাড়িতে আসামি রিপন তার ছেলের গলা টিপে ধরে। এ সময় বাদীর ভাই রহিম ঠেকাতে গেলে খায়রুল একটি হাসুয়া দিয়ে পিঠের বাম পাশে কোপ দেন, যার ফলে এক বিঘত লম্বা গভীর জখম হয়।

রহিমের স্ত্রী ঠেকাতে আসলে ঠান্ডু ও হান্নান তার কপালে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। বাদীর স্ত্রী জাহারুনকেও খলিল ও তাসলিমা লাঠি দিয়ে আঘাত করে। পরবর্তীতে বাদীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মিন্নাল। এছাড়াও আসামি খায়রুল, রহিমের ঘরের টিনের বক্স থেকে ৬০ হাজার টাকা চুরি করে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে খায়রুল ইসলাম, ঠান্ডু ও হান্নান হোসেনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরে ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারিসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ও সাবেক মেম্বার জেনারুল ইসলামের ছেলে মোঃ আরজ আলী (৪৫), গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের মৃত আখের আলীর ছেলে মোঃ মিন্নাল, রাজাপুর গ্রামের কামাল হোসেনের স্ত্রী

মোছাঃ ভলিআর (৪৪), কোদালকাটি গ্রামের ছামিরুলের স্ত্রী মিনারা এবং ভারত থেকে আসা আশরাফুলের স্ত্রী রেখা (৩০)।

গ্রেফতারকৃতদের বুধবার সকালে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িতদের গ্রেফতারে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গাংনীতে স্কুল ফ্যানে আহত শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়ালেন ইউএনও

গাংনীর ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনী কক্ষের সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে মারাত্মক আহত তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মিস্টি খাতুনের পাশে দাঁড়ালেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আহত শিশু শিক্ষার্থী মিস্টি খাতুনকে দেখতে ও চিকিৎসার খোঁজখবর নিতে আসেন তিনি।

এসময় গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ ইমরান হোসেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ মুনসুর আলম, উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসার ডা.মুত্তালিব হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের পক্ষ থেকে আহত শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহায়তা করেন।

জানা গেছে, গেল সপ্তায় গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া কুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিস্টি খাতুন নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর মাথায় বিদ্যালয়ের সিলিং ফ্যান খুলে মাথায় পড়লে মিস্টি খাতুন রক্তাক্ত জখম হয়। ফ্যান খুলে মাথায় পড়ে। শিশুটির মাথা ও মুখে ৪৭ টি শেলাই দেয়া হয়েছে।

পরে মুমূর্ষ অবস্থায় মিস্টি খাতুনকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ

হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। মিস্টি খাতুন ভাটপাড়া গ্রামের দিন মজুর মিজানুর রহমানের মেয়ে।।

ভাটপাড়া (কুঠি) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস চলাকালীন সময়ে শিশু শিক্ষার্থী মিস্টি খাতুনের মাথায় ফ্যান খুলে পড়লে সে মারাত্মক আহত হয়। এবিষয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হলে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দৃষ্টিতে আসে।

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে আয়েশা খাতুন (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ জুলাই) বিকেল চারটার দিকে উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের সেন্টারপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে।
আয়েশা খাতুন হাড়াভাঙ্গা সেন্টারপাড়া এলাকার ভ্যানচালক রহিদুল ইসলামের মেয়ে।

আয়েশার দাদা শহিদুল ইসলাম জানান, বাড়ির পাশের পুকুর পাড়ে আয়েশা খাতুন একা একা খেলা করছিল।
কোন এক পর্যায়ে সে পুকুরের পানিতে পড়ে যায় এবং পানিতে ডুবে মারা যায়।

তাকে দেখতে না পেয়ে তার মা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরে আয়েশার মরদেহ ভাসতে দেখে উদ্ধার করা হয়।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ মহিবুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শিশুটির মৃত্যু খুবই বেদনাদায়ক।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাণী ইসরাইল জানান, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হবে।

ঢাকায় বিমান দুর্ঘটনায় গাংনীর মেয়ে সজনী নিহত

ঢাকায় বিমান দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল হামিদের মেয়ে রজনী খাতুন (৩৭) নিহত হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকা মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন তিনি।

নিহত রজনী খাতুনের ভাই আশিক জানান, দুলাভাই জহুরুল ইসলাম ঢাকায় চাকরি করতো, এ কারণে বোন রজনী খাতুনকে নিয়ে উত্তরা এলাকায় একটি বাসায় বসবাস করতেন এবং বোনের মেয়ে ঝুমঝুম খাতুন (১২) ঢাকা মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশোনা করতো।

প্রতিদিনের ন্যায় দুর্ঘটনার সময় স্কুল থেকে ঝুমঝুম খাতুনকে আনতে গেলে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হলে তার বোনের মৃত্যু হয়।

গাংনীতে চিৎলা পাটবীজ খামারের শ্রমিকদের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীর বাশবাড়িয়া গ্রামের এসএম ফয়েজকে চাদাবাজ আখ্যা দিয়ে মানববন্ধন করেছে গাংনীর চিৎলা পাট বীজ খামারের কর্মরত শ্রমিকরা।

আজ সোমবার দুপুর ১২ টার সময় চিৎলা পাটবীজ খামার শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানারে এই মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করেন খামারের কয়েকশো শ্রমিক।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুস

সাত্তার, সাবেক সভাপতি ওমর আলী, সদস্য নাজিমুদ্দিন, শফিকুল ইসলাম কাদা, লিটন হোসেনসহ অনেকে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গাংনী উপজেলার বাশবাড়িয়া গ্রামের এসএম ফয়েজ শ্রমিকদের সাথে চাদা দাবী করেন। চাদা না পেয়ে পাটবীজ খামারের কর্মরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নানা ভাবে হয়রানী মুলক সংবাদ প্রকাশ কেও এসএম ফয়েজ।

শ্রমিকরা বলেন, ৫০০ টাকা হাজিরায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অথচ সেই সব শ্রমিকদের সাথে চাদা দাবী করেন এসএম ফয়েজ। শফিকুল ইসলাম নামের এক শ্রমিক জানান, সাংবাদিক পরিচয়ে তার কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা চাদা দাবী করেন এসএম ফয়েজ ।

ফয়েজকে কয়েক দফায় কিছু টাকাও দেয়া হয়। পুরো টাকা না দিতে পারায় তাকে নিয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এমন দাবী করেন তিনি। ফয়েজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানান মানববন্ধনে অংশ গ্রহন কারীরা।

গাংনীতে বিএনপির লাঠি মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ

গোপালগঞ্জের ঘটনায় আওয়ামী লীগের একটি ফেসবুক পেজে হরতালের ডাক দেওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির দুটি পৃথক গ্রুপের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার ও হাসপাতাল বাজারে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার এলাকায় গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশে রূপ নেয়।
সাবেক যুবদল নেতা সাজেদুর রহমান বুলবুলের সঞ্চালনায় সেখানে

বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

অন্যদিকে, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে একটি লাঠি মিছিল বের করা হয়।
গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকায় গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে পরিণত হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন। এসময় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরাজিত ফ্যাসিবাদী মাফিয়া শক্তি যেন আর মাথাচাড়া দিতে না পারে

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, পরাজিত ফ্যাসিবাদী মাফিয়া শক্তি যেন আর মাথাচাড়া দিতে না পারে। মাফিয়া তন্ত্রের ফ্যাসিবাদের পদতলে কখনো যেন আমাদের অধিকার ও জীবনকে সমর্পণ করতে না হয়, সেই লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে।

আজ শনিবার দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে উপজেলার সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি ও সাবেক জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, গাংনীর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক সামসুল আলম সোনা, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক,

গাংনী পৌর জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী টেকনিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কানন, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন শাওন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, উপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়াও ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য। ২৪ এর জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের চেতনাও ছিল মুক্তির চেতনা। অতএব, ৭১ এবং ২৪ এর অভ্যুত্থান নিয়ে আলাদা ভাবা, কোনটা ছোট কোনটা বড় এভাবে পার্থক্য করার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জনগণের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এটা কেউ চাইলেও ছোট করতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ না হলে আমরা এই স্বাধীন ভূখণ্ড পেতাম না। সেটা মুক্তিযুদ্ধের মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাই বলে ২৪ এর চেতনার কথা আমরা বলতে পারব না? প্রশ্ন করেন তিনি।

তিনি বলেন, ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থান দুটো ঘটনাই ঘটেছে মুক্তির চেতনা নিয়ে। সুতরাং আমাদের ৭১ এবং ২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থান দুটো ঘটনাই তুলে ধরতে হবে। মুক্তির চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ কাজগুলো আমাদের ধারণ করতে হবে।

মনির হায়দার বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ২ হাজার মানুষ জীবন দিয়েছে। তাদের হত্যা করা হয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন, হয়েছেন গুরুতর আহত। এগুলো কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘটে? প্রশ্ন করেন তিনি। এটা রীতিমত একটা যুদ্ধাবস্থা ছিল।

তিনি বলেন, আমরা ২০২৪ সালের যে ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এসেছি, সেটা রীতিমত একটা যুদ্ধাবস্থা ছিল। যেখানে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি পক্ষ পরাজিত হয়েছে। যেই পক্ষকে আমরা বলি মাফিয়া তান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট। সেই মাফিয়া তান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট শক্তি পরাজিত হয়েছে জনগণের কাছে। তারা এই দেশের সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। সেই সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনগণের প্রতিরোধ বিজয়ী হয়েছে। সেই বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা আজকে এই মুক্ত পরিবেশ পেয়েছি। অধিকাংশ জনগণের

জন্য যেটা মুক্ত পরিবেশ, পরাজিত শক্তির জন্য সেটা পরাধীন পরিবেশ। তাদের জন্য এটা স্বাধীন পরিবেশ নয়। জুলাই ২৪ এ তরুণ তাজা প্রাণের বিনিময়ে আমরা একটা ভয়ংকর মাফিয়া তন্ত্রের হাত থেকে এদেশকে মুক্ত করেছি।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে আমরা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই, যেখানে সোহহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সকলে সহাবস্থান করবেন। যেখানে সকলের ন্যায্য অধিকার থাকবে, কেউ বঞ্চিত হবেন না। এই তত্ত্বে এবং এই কর্মে বিশ্বাসী।

তিনি বলেন, এই বাংলাদেশে গত ১৬ বছরে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার জিম্মি হয়ে পড়েছিল। আমরা যতটুকু অধিকার পেতাম, যতটুকু দয়া করে দেওয়া হতো। আমার যতটুকু অধিকার, সেটা আমার মতো আরেকজন নির্ধারণ করে দিতো। এই পদ্ধতিতে গোটা দেশের মানুষ জিম্মি দশায় পতিত ছিল। আমরা যেটাকে বলি ফ্যাসিবাদ ও মাফিয়া তান্ত্রিক শাসন। এমন এক শাসকগোষ্ঠী আমাদের বুকের উপর চেপে বসেছিল, যারা শুধু আমাদের অধিকারগুলোই কেড়ে নেয়নি, আমাদের নানা রকম নিপীড়ন-নির্যাতনের নিস্পেষণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমরা নিজেদের নিয়মিত নাগরিক ভাবতে ভুলে যাচ্ছিলাম। সেই মাফিয়া চক্র এমন এক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিল, তারা পাঁচ বছর পর পর ভুয়া নির্বাচনী খেলা দেখিয়ে জনগণকে ঘোষণা করতো আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করেছি, আগামী পাঁচ বছর আমরা ক্ষমতায় থাকবো, আমাদের আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। আমরাও প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। চেষ্টা ছিল, আকাঙ্ক্ষাও ছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে ভাবতাম মনে হতো বোধহয় এই অবস্থার আর পরিবর্তন হবে না। প্রচণ্ড হতাশাজনক, এক অন্ধকারময় জীবন গোটা দেশ জুড়ে সবার জন্য নেমে এসেছিল।

তিনি বলেন, প্রশাসনে যারা আছেন, তারা পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতা নিয়ে কাজ করছেন তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু একটি পক্ষ এতদিন খেয়ে পরে মোটা-তাজা হয়ে মাঠে নামবে আর অপর পক্ষটি এতোদিন না খেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে মাঠে নামবে তাদের মাঝে নিরপেক্ষতা দেখাবেন এই নিরপেক্ষতা এখন প্রযোজ্য হবে না।

তিনি প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যারা ২৪ এর গণহত্যার সাথে জড়িত ছিল, গণহত্যাকে নানাভাবে মদদ দিয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে

প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই নিরপেক্ষতা। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে নিরপেক্ষতা দেখানো মানে আত্মঘাতী। এটা এক সময় আপনার জন্যও বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং যেকোনো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ, গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্য, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাজের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই গুরুতর অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

তিনি বলেন, পরাজিত শক্তির অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক এখনো পুরোদমে সক্রিয়। অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক মানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আছে। তাদের এখনো বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য, ডিলারশিপ রয়েছে। এগুলো পরাজিত ফ্যাসিবাদীদের হাতে থাকবে আর আপনি মনে করবেন সমাজে নিরপেক্ষতা থাকবে এটা হবে না। আপনি যদি মনে করেন, পরাজিত ফ্যাসিবাদ আছে, আমরা নিরপেক্ষ আচরণ করবো এটা আপনার জন্য আত্মঘাতী হবে।

তিনি বলেন, জনগণের সহায়তায় প্রশাসন এমন ব্যবস্থা নেবেন যাতে, পরাজিত অপরাধী চক্রের অর্থনৈতিক অপরাধচক্র ভেঙে পড়বে। এরপর সেখানে নিরপেক্ষতার চর্চা হবে। সেখানে স্বাভাবিক আইনের চর্চা হবে। এর আগে প্রশাসন কোনো নিরপেক্ষতা দেখাতে গেলে জনগণ এবং প্রশাসনের জন্য বুমেরাং হবে।

মুজিবনগর প্রসঙ্গে মনির হায়দার বলেন, জায়গাটার পূর্ব নাম বৈদ্যনাথতলা ভবেরপাড়া। বৈদ্যনাথতলা ভবেরপাড়া এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল সেখানে বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ করেন। ‘ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স’ সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়, যেটা এখন সংবিধানে যুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। ‘ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স’ মুজিবনগর থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ৭২ সালের সংবিধানে এই মূলনীতিগুলো যুক্ত করা হয়নি।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর বর্তমান সংস্কার কমিশন, বর্তমান রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগে এই মুক্তিযুদ্ধের তিনটি ঘোষণাকে সংবিধানে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, যে বৈদ্যনাথতলায় এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল, যেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক

যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই জায়গাটির নাম মুজিবনগর হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের স্বাধিকার আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অস্বীকার বা উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু যেখানে শেখ মুজিব কোনোদিন আসেননি, তার সাথে মুজিবনগরের কোনো সম্পর্ক নেই তার নামে মুজিবনগর কেন হবে? প্রশ্ন করেন তিনি। তিনি বলেন, এই জায়গাটির নাম মুক্তিনগর, মুক্তিপুর বা অন্য কোনো নাম দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, প্রশাসন এবং আমাদের সকলের উচিত জুলাই অভ্যুত্থানের নায়কদের চেহারা মনে রাখা। তাহলে নিরপেক্ষতার মানদণ্ডটা বুঝতে সহজ হবে। জীবন হাতে নিয়ে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যারা বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছে সেই জুলাই যোদ্ধাদের কথা মনে হলে নিরপেক্ষতার মানদণ্ড সম্পর্কে বোঝা যাবে।